৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা ৩০ মে ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

বাঙালি নারীর সংগ্রামের পথচলা যেন একই ছকে বাঁধা। অনামিকা এ সমাজের সংগ্রামী নারীর প্রতিকৃতি। অনামিকার নিরন্তর সংগ্রামের আত্মকাহিনী প্রকাশের পর সমাজকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। অনেক নারী লিখে পাঠিয়েছেন তাদের একাকী পথচলার বিড়ম্বনার চিত্র। পুরুষরা জানিয়েছে তাদের আত্মোউপলব্ধির যন্ত্রণা। শুধু অনামিকা নয়, সবাই যেন আজ অধঃপতিত সমাজে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। নারীর নিরাপত্তাহীনতা নগরে ক্রমেই আরো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে।

লেখাপড়ার গন্ডি ছাড়িয়ে একজন মেয়ে চাকরি নিলে প্রথমেই তাকে পড়তে হয় তীব্র আবাসিক সমস্যায়। চাকরির জন্য পরিবারের বাইরে থাকা কেউই মানতে নারাজ। রাজধানীতে সে পায় না বাসা ভাড়া। থাকার জন্য নেই নিরাপদ হোস্টেল। তার এই অসহায়ত্বের সুযোগ নেয় স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন মহল। আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচাই হয়ে পড়ে কষ্টসাধ্য। রাতে কাজ করে ফেরার সময় বখাটে ছেলেদের খপ্পরে পড়তে হয়। জীবন দিয়ে সিমিকে তার এ সমাজে দাম দিতে হয়েছে। অনামিকার চিঠিতে কন্টকাকীর্ণ পথ চলার উপলব্ধিই ফুটে উঠেছে। অনামিকা এখানে প্রতীকী। অনামিকার চিঠি নগর জীবনের একজন রমণীর একক লড়াইয়ের বর্ণনা হলেও তা টান দিয়েছে সমাজের শেকড় ধরে। পাঠকের মুখোমুখি করেছে সমস্যা কি একের, নাকি সমাজের। অনামিকা নিজের কথা লেখেনি। লিখেছে এ সমাজে নারীর বেঁচে থাকার আত্মোপলব্ধির কথা।

আমরা এখনও যেন মধ্যযুগীয় চেতনা নিয়ে বাস করছি। এই আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা পুঁজিবাদী সমাজে আমাদের চেতনার বিকাশ ঘটেনি। এখনও সমাজে নারীর বাইরে যাবার ওপর ফতোয়া দেয়া হয়। প্রেম প্রত্যাহারের কারণে এসিড মারা হয়। যৌতুকের কারণে নারীকে আত্মহনন করতে হয়। অথচ শুধু উন্নত নয়, পার্শ্ববর্তী উন্নয়নশীল দেশও এগিয়ে চলছে। সংগ্রাম করেই নারীকে বেঁচে থাকতে হবে। দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে। সমাজের সকল পঙ্কিলতার বিরুদ্ধে তাকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। তার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে আসতে হবে সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবারকে। মনে রাখতে হবে নারী-পুরুষের যৌথ অগ্রযাত্রা ছাড় সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে না।

প্রচ্ছদ মডেল :
রুমা, ছবি : **অপূর্ব**
আফসানা মিমি, ছবি : **তুহিন হোসেন**